শোক হয় ; যেহেতু এই মনুষ্যজনমটি ধর্ম্মসহিত তত্ত্বজ্ঞানের সাধক। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ১০৮ ॥

এই শ্লোকের গোস্বামীপাদকৃত ব্যাখ্যা—যে মনুষ্য জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবদ্ধর্ম্মপর্য্যন্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারা যায় এবং ভগবৎপর্য্যন্ত তত্ত্বের জ্ঞানলাভ হয়, সেই মনুষ্যজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও যাহারা সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের এবং সমুদায় জ্ঞানলাভের মূল ভগবানের আরাধনা না করে, তাহা হইলে সেই সকল অভক্তজনের দুর্দ্দশাদর্শনে আমাদের অত্যন্ত খেদ উপস্থিত হয়। শ্রীশৌনকমুনির ২।৩।২০ শ্লোকে খেদোক্তি যথা—"যে মানবের দুইটি কর্ণরন্ধ্র ভগবানের প্রভাবময় চরিত্র শ্রবণ করে না, সেই দুইটি কর্ণ গর্ত্ততুল্য। যাহার জিহ্বা শ্রীভগবদ্‌গুণগাথা গান করে না, সেই জিহ্বা দুষ্ট ভেকজিহ্বার তুল্য। ইত্যাদি বাক্যে ভগবদভজনকারীর নিন্দা বহুল প্রকাশ করা আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও এইরূপ ভগবদভজনকারীর প্রতি আক্ষেপোক্তির কথা পাওয়া যায়। যাহারা দেবগণেরও অভিলষিত দুর্ল্লভতর মনুষ্যজনম পাইয়া শ্রীগোবিন্দচরণ আশ্রয় না করে, তাহারা অনাদিকাল আত্মবঞ্চক। চতুরশীতিলক্ষ জীবযোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে পর্য্যায়ক্রমে মনুষ্যজনম লাভ করিয়া আত্মাভিমানী ক্ষুদ্রচেতা মানবের গোবিন্দ-চরণযুগল আশ্রয় না করাতে সেই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন বিফলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩।১৫ ॥ ১০৮ ॥

তথা—যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি যাবতো বহিঃ ॥ ১০৮ ॥

অকিঞ্চনা নিষ্কামা গুণৈঃ জ্ঞানবৈরাগ্যাদিভিঃ সহ সর্ব্বে শিবব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সম্যগাসতে ॥ ৫।১৮ ॥ ভদ্রশ্রবসঃ শ্রীহয়শীর্ষম্ ॥ ১০৯ ॥

সেই প্রকার অন্বয় ব্যতিরেকমুখে শ্রীভগবদ্ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব ৫।১৮।৩২ শ্লোকের ভদ্রশ্রবাবংশধরগণ শ্রীহয়শীর্ষ নামে শ্রীভগবান্‌কে স্তব করতঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—হে প্রভো! মানসশুদ্ধি হইলে শ্রীহরিতে ভক্তির উদয় হয়, তৎপরে শ্রীভগবানের প্রসন্নতায় সকল দেবগণও ধর্ম্মজ্ঞানাদি সকল গুণের সহিত সেই ভক্তি নিত্যবাস করিয়া থাকে।

যেজন গৃহাদিতে আসক্ত তাহার পক্ষে শ্রীভগবানে ভক্তি হওয়া অসম্ভব। যাহার শ্রীভগবানে ভক্তি হওয়াই অসম্ভব, তাহার কেমন করিয়া মহাপুরুষগণের গুণ যে জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি—তাহা কিরূপে লাভ হইতে পারে? যেহেতু সে জন অসৎ বিষয়সুখভোগ-সঙ্কল্পের ভগবদ্বহির্ম্মুখ পথে ধাবিত হইতেছে। ইতি শ্লোকার্থঃ ॥ ১০৯ ॥